মানিক দাস

পাখিটা এখনও ডাকে

ছুটির দিনে পড়ার বই

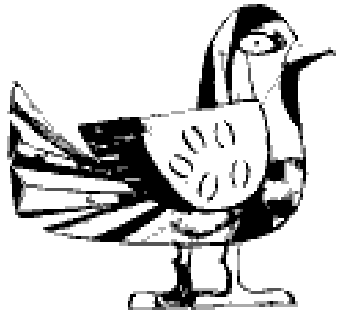

মনফকিরা
www.monfakira.com

মানিক দাস
পাখিটা এখনও ডাকে
ছুটির দিনে পড়ার বই
প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ২০১২
প্রকাশক : মনফকিরা
২২৮৩ নয়াবাদ, বাড়ি ৮ রাস্তা ১ নবোদিত,
ডাক মুকুন্দপুর, কলকাতা ৭০০ ০৯৯
বইপাড়ায় : ১৬ কানাই ধর লেন, কলকাতা ৭০০ ০১২
এবং ২৯/৩ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলকাতা ৭০০ ০১২
ফোন : ৯১-৮৪২০৯-২৯১১১, ৯১-৯৪৩৩৪-১২৬৮২, ৯১-৯৪৩৩১-২৮৫৫৫
ওয়েবসাইট : www.monfakira.com
ব্লগ : http://monfakira.blogspot.com
ফেসবুক : https:/www.facebook.com/groups/monfakirabooks/
ই-মেল : monfakirabooks@gmail.com/ monfakira.fakira@gmail.com/
monfakirabooks@yahoo.co.in
ছবি : গৌতম পাল
হরফবিন্যাস ও মুদ্রণপূর্ব কারিগরি : মনফকিরা
মুদ্রণ : নিউ রেনবো ল্যামিনেশন, ৩১এ পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯
৭০ টাকা

মাতৃভাষায় যারা লেখাপড়া শিখছে,
তাদের হাতে

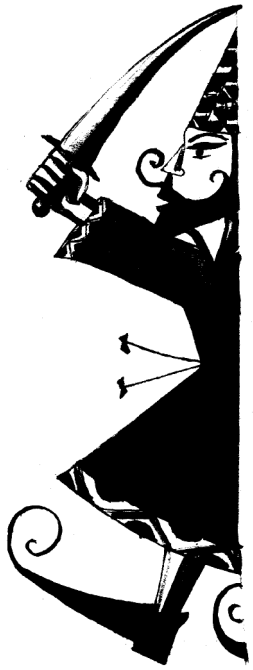

গ ল্প

এক মিনিটের গল্প ৯
চম্পা আর চামেলি ১২
পাখিটা এখনও ডাকে ২৩
বোকাদের গ্রামে ২৯
আমার গল্প ৪১
ইঁদুরদৌড় ৫১

ক বি তা

কাকাতুয়া ৭৫
পিঁপড়ে আর ফড়িং ৭৫
বাঘ বাবাজি ৭৬
এক-কুড়ি ৭৭
ইঙালি ৭৮
কাণ্ড দেখো ৭৯
তোতাপাখি ৭৯
আমার মা ৮০

এক মিনিটের গল্প

রাজা ভালোই চালাচ্ছিলেন রাজ্য। প্রজারা সবাই বেশ সুখেই ছিল। প্রজা তো প্রজা, রাজ্যের পশু-পাখিরাও পরম সুখে আনন্দে নেচে-গেয়ে বনে-বনে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। কারও কোন সমস্যাই ছিল না। অভাব কাকে বলে কেউ জানতই না। সবার ভরা সংসার। গোলাভরা ধান, পুকুরভরা মাছ, সোনায় মোড়া মেয়ে-বউদের গা। এ রকম রাজ্যে রাজাও যে দিব্যি খুশমেজাজে রাজ্য শাসন করবেন, এতে আর আশ্চর্যের কী!

সব ঠিকই ছিল, কিন্তু গোল বাধাল একটি স্বপ্ন। রাজা একদিন স্বপ্ন দেখলেন যে তার রাজ্যে এ বারে খুব বন্যা হবে। তা বন্যা তো হয়ই, সামলেও নেওয়া যায়। আগে-পরে কত বন্যা হয়েছে, সবাই দিব্যি সামলে নিয়েছে। কিন্তু কথা সেটা নয়, কথা হচ্ছে এ বারে সেই বন্যার জল হবে দূষিত। সেই দূষিত জল যে খাবে, সে-ই নাকি পাগল হয়ে যাবে। রাজা ভয় পেয়ে গেলেন। বেশ চিন্তায় পড়লেন। এ তো ভয়ানক সমস্যা, কী করা যায়? মন্ত্রীকে বললেন। মন্ত্রী সব শুনে বললেন, 'ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে জানিয়ে দেবার ব্যবস্থা করুন। কেউ যেন ভুলেও বন্যার জল না-খায়। প্রজারা আগে থেকে জেনে রাখলে জল খাবে না, আর না-খেলে তো বিপদে পড়ার সমস্যাও নেই।'

সে-ই হল। রাজা ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে সারা রাজ্যে সবাইকে কথাটা জানিয়ে দিতে বললেন। সেই সঙ্গে এ কথাও বলতে বললেন যে, সবাই যেন আগে থেকে খাবার জল জমিয়ে রাখার ব্যবস্থা করে। পরদিনই তাঁর কথামতো ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে রাজার আবেদন জানিয়ে দেওয়া হল। লোকে শুনল কথাটা মনোযোগ দিয়ে, কিন্তু পাত্তা দিল না। মনে তো রাখলই না। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে ভুলে গিয়ে নিজেদের কাজকর্ম নিয়ে মেতে থাকল। কারণ সবাই ভাবল, এ সব আজগুবি কথা। জল খেলে পাগল হয়, এমন কথা কেউ কোন দিন

শোনেনি। তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করল যে আসলে রাজার ভীমরতি হয়েছে। তা না-হলে এমন আজগুবি স্বপ্নের কথাকে সত্যি ভেবে প্রজাদের তিনি ভয় পাওয়ানোর চেষ্টা করছেন কেন? কেউ-কেউ আবার সন্দেহ করতে লাগল, রাজার মাথায় বোধ হয় দুষ্টুবুদ্ধি খেলেছে, তিনি হয়তো হাতে কাজকর্ম নেই দেখে একটু মশকরা করতে চাইছেন প্রজাদের সঙ্গে। শুধু কি তা-ই? রাজদরবারের মন্ত্রী-অমাত্যরাও বিরক্ত হলেন। তাঁরা আড়ালে বিদ্রূপ করে নানা কথা বলে রাজাকে নিয়ে হাসাহাসি করলেন। এবং তুচ্ছ ব্যাপার বলে কথাটা উড়িয়ে দিলেন। দু'দিন পরে তো ভুলেই গেলেন।

কিছুদিন পর বর্ষা শুরু হল। বর্ষার হাত ধরে এক সময় বন্যা এল। প্রজারা যথারীতি সেই বন্যার জল খেল। খেয়ে সত্যি-সত্যি সবাই পাগল হয়ে গেল। রাজা তাদের অবস্থা দেখে মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। এত করে বললাম, তবু এরা কেউ আমার কথা শুনল না! একটু কষ্ট করে খাবার জল তুলে রাখতে পারল না! রাজা হায়-হায় করতে লাগলেন। তিনি দেখলেন তাঁর চোখের সামনে পাগল হলে পাগলরা যা করে, তা-ই করতে শুরু করেছে সবাই। এমনকী মন্ত্রী-অমাত্যরাও বাদ পড়েনি। তাঁরাও পাগল হয়ে গেছেন।

প্রজাদের কাণ্ডকারখানা দেখে রাজা হাসবেন না কাঁদবেন, বুঝতে পারছেন না। তিনি আগে থেকে বন্যার দূষিত জল যাতে খেতে না-হয়, সে জন্য বিশুদ্ধ খাবার জল তুলে রেখেছিলেন বলে তাঁকে আর বন্যার জল খেতে হচ্ছে না। তোলা জল খাচ্ছেন, ফলে তিনি সুস্থ। বাদবাকি সবাই পাগল। তিনি প্রমাদ গুনলেন। সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে। এখন উপায়? প্রজাদের যে চিকিৎসা করাবেন, তারও উপায় নেই। কারণ ডাক্তার-বদ্যিরাও পাগল, তাঁরাও বন্যার জল খেয়ে পাগল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

রাজা জনসভার আয়োজন করলেন। তাঁর ডাকে দেশসুদ্ধ লোক রাজার সামনে গিয়ে জমা হল। রাজা ডেকেছেন, তাঁর কথা শুনতে হবে। হ্যাঁ, পাগল হলেও শুনতে হবে। দুঃখে-কষ্টে-হতাশায় আর প্রচণ্ড রাগে রাজা চিৎকার করে তাদের বললেন যে, তারা সবাই পাগল হয়ে গিয়েছে। বদ্ধ পাগল। রাজার কথা না-শোনার ফলেই তারা পাগল হয়েছে, রাজার কথা শুনলে এ রকম বিপদে পড়তে হত না।. . .

রাজার কথা শুনে সবাই একসঙ্গে হেসে উঠল। এবং হাসতে-হাসতেই বলল, 'আমরা পাগল? কী আজব কথা শুনছি, কেবল রাজা ভালোমানুষ

আর আমরা পাগল? জল খেয়ে আমরা পাগল হয়ে গেছি, এ হতে পারে কখনও? পৃথিবীর কেউ বিশ্বাস করবে যে এই দেশে একজনই শুধু সুস্থ মানুষ আর সকলে অসুস্থ, পাগল? এ আজব কথা নয়? কেউ বিশ্বাস করবে? হাসবে না? হা হা হা. . .।' সবাই হাসতে লাগল। হাসি আর থামেই না।

রাজা বেকুব বনে গেলেন। এ তো আচ্ছা ফ্যাসাদ। প্রজাদের কথাটা তো ফেলনা নয়। ঠিক কথাই তো, কে বিশ্বাস করবে যে তাঁর রাজ্যে শুধু একজনই সুস্থ, আর সব অসুস্থ, পাগল? এ রকম অবস্থায় লোকে দশজনের কথা শুনবে, একজনের কথা কেন শুনবে? তিনি নানা ভাবে বোঝানোর চেষ্টা করলেন প্রজাদের, কেউ বোঝে না, হাসে, শুধু হাসে রাজার কথা শুনে। আর প্রলাপ বকে। দেখে-শুনে রাজার মন খারাপ হয়ে গেল। তিনি চুপ করে ভাবতে লাগলেন। তাঁকে ভাবতে দেখে তারা আরও বেশি করে হাসে। বলে, পাগল না-হলে কেউ এ রকম ভাবে চিন্তা করে? যে যত চিন্তা করে, সে তত বড় পাগল। নিজে পাগল হয়ে আমাদের পাগল সাজাচ্ছেন তিনি। রাজাকেই এখন পাগলাগারদে পাঠানো দরকার।

পাগলাগারদের কথা শুনে রাজা বেশ ঘাবড়ে গেলেন। না, তিনি সেখানে যাবেন না। তার চেয়ে বরং বন্যার জল খেয়ে প্রজাদের দলে মিশে পাগল হয়ে যাওয়া ভালো। সবাই পাগল হলে সমস্যা থাকবে না। নিজেরও চিন্তা থাকবে না আর প্রজারাও খুশি হবে, তাদের লোক বলে কাছে টেনে নেবে।

রাজা সাত-পাঁচ না-ভেবে সঙ্গে-সঙ্গে সবার সামনে বন্যার জল আনিয়ে খেলেন।

জল খেতে দেখে সবাই চিৎকার করে উঠল, আমাদের রাজা এখন সুস্থ। তাঁকে আর পাগলাগারদে যেতে হবে না। জয়, মহারাজের জয়।